জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে
নভেম্বর বিপ্লবের অসামান্য অবদান

গৌতম দাশ

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সংগঠিত মহান নভেম্বর বিপ্লব শুধু সে দেশেই পুঁজিবাদী- সামন্তবাদী শোষণ-শাসন থেকে শোষিত-নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণে ভিত্তি স্থাপন করেছিল তা নয়,সমগ্র বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলোকে সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছাতে দারুণভাবে উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করেছিল। তেমনি, বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণি এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষকে সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই জোরদার করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। নভেম্বর বিপ্লবের অবিসংবাদী নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের লেখা "থিসিস অন দি ন্যাশনাল অ্যান্ড কলোনিয়েল কোশ্চেন্স" বইটি পৃথিবীর দেশে দেশে নূতন বিপ্লবী আন্দোলনের ঢেউ সৃষ্টি করেছিল। ১৯২০ সালে লেনিনের লেখা "জাতীয় এবং ঔপনিবেশিক প্রশ্নে তত্ত্বের খসড়া" বইয়ে তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের ক্লেদাক্ত চেহারা এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলোর মানুষের উপর নির্মম, নিষ্ঠুর শোষণ-নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলোকে সার্বিক সমর্থন দিয়েছিলেন।

ভিয়েতনাম বিপ্লবের মহান নেতা হো চি মিনের কথায় 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি প্যারিসে ছিলাম। সে সময় ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীরা ভিয়েতনামের জনগণের উপরে কি জঘন্য বর্বরতা চালাচ্ছিল তার নিন্দা করে আমি প্রচারপত্র বিলি করতাম। আমি সহজাতভাবে নভেম্বর বিপ্লবকে সমর্থন করেছিলাম। কিন্তু তখনো এই বিপ্লবের সামগ্রিক ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝে উঠতে পারিনি। আমি লেনিনকে ভালোবাসতাম এবং শ্রদ্ধা করতাম। কারণ, তিনি ছিলেন একজন মহান দেশপ্রেমিক, যিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে মুক্ত করেছেন। তখনও পর্যন্ত আমি লেনিনের লেখা কোন বই পড়িনি। একদিন একজন কমরেড "লা হিউম্যানাইট" পত্রিকায় প্রকাশিত লেনিনের "জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে তত্ত্ব" লেখাটি পড়তে দেন। ঐ তত্ত্বে অনেকগুলো রাজনৈতিক শব্দ ছিল যেগুলো আমার পক্ষে বোঝা কঠিন ছিল। আমি বারবার লেনিনের লেখাটি পড়ি এবং শেষ পর্যন্ত নিবন্ধটির প্রধান মর্মবস্তু বুঝতে পারি। তখন আমার মধ্যে আবেগ, উৎসাহ, দূরদৃষ্টি এবং দৃঢ় আস্থার সৃষ্টি হয়। আনন্দে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। আমি একটা কক্ষে একাই ছিলাম। আমি যেন কোন জনসভায় বক্তৃতা করছি এমনভাবে চিৎকার করে উঠি "প্রিয় আমার স্বদেশের শহিদ বন্ধুরা, আমরা যা চেয়েছিলাম আমরা তা পেয়েছি, এটাই আমাদের মুক্তির পথ।"

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর দমন- পীড়ন অগ্রাহ্য করে দেশপ্রেমিক মানুষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু ভারতবর্ষের মূল্যবান সম্পদই লুট করেনি, ভূমিনীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসকদের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে ভারতের লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ প্রাণ হারিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সেনাবাহিনীতে কর্মরত ভারতের জওয়ানরা বিদ্রোহ করে শাসন ক্ষমতা প্রায় দখল করে ফেলেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আরও ইংরেজ সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র এনে সেই বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করেছিল। কার্ল মার্কস ১৮৫৭ সালে ভারতের সিপাহীদের বিদ্রোহকে 'প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। ব্রিটিশরা সিপাহী বিদ্রোহ দমন করলেও ভারতের জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রামকে পুরোপুরি স্তব্ধ করতে পারেনি। ভারতের অনেক বিপ্লবী এশিয়া এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে গিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে জনমত সংগঠিত করার পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীও গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সংগঠিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সেনাবাহিনীতে কর্মরত ভারতের প্রায় ১৫ লক্ষ জওয়ানকে ইউরোপে পাঠিয়েছিল। তারমধ্যে ৭৫ হাজারের বেশি ভারতীয় জওয়ান ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছিলেন। যে ভারতীয় জওয়ানরা দেশে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন তাদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ। কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের জওয়ানদের শত্রু পক্ষের সৈন্যদের কামানের গোলার খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেছিল। ভারতের অনেক সৈন্য দেশে ফিরে বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, যাঁদের অন্যতম ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে সংগঠিত মহান নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্য ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্যের খবর চেপে রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করলেও বিদেশে আত্মগোপনে থাকা ভারতের বিপ্লবীরা রাশিয়ার বিপ্লবের খবর, লেনিনের জীবনী সংগ্রহ করে গোপনে ভারতে পাঠাতেন। ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির সহায়তায় তাসখন্দে ভারতের কয়েকজন বিপ্লবী মিলিত হয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেছিলেন। তখন ভারতে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্নদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। তাঁরা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সপক্ষে কাজ করতেন। ১৯২১ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে কমিউনিস্টরাই প্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলেছিলেন। ১৯২২ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনেও কমিউনিস্টরা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলেছিলেন। ১৯১৯ -১৯২২ সালের মধ্যে ভারতের বড় বড় শহরগুলিতে শ্রমিকরা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ধর্মঘট করেছিলেন। ১৯১৯ এবং ১৯২০ সালে কলকাতায় ৩৫ হাজার চটকল শ্রমিক ধর্মঘট করেছিলেন। ১৯২০ সালে বোম্বেতে ২ লক্ষ শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে আমেদাবাদে ২৫ হাজার মিল শ্রমিক এবং বোম্বেতে ৬০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করেন। এই সমস্ত শ্রমিক ধর্মঘট সংগঠিত করার ক্ষেত্রে মুজফ্ফর আহমদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে বোম্বেতে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন লালা লাজপৎ রায়। কমিউনিস্টরা তখন এ আই টি ইউ সি'তে কাজ করতেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির আন্দোলনে কমিউনিস্টদের প্রধান ভূমিকার কথা জানতে পেরে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা, কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করেছিল এবং মুজফ্ফর আহমদসহ অনেক কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটক রেখে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে বিচার করেছিল।

রাশিয়ায় সংগঠিত মহান নভেম্বর বিপ্লবের প্রেরণাতেই পাঞ্জাবের তরুণ বিপ্লবী ভগৎ সিং ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর দুই সহযোদ্ধা সুখদেব এবং রাজগুরুসহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কারাগারে ফাঁসি কাঠে ঝুলে জীবন দিয়ে শহিদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন তিনি। বাংলা, পাঞ্জাব, বোম্বে, মাদ্রাজ এবং অন্যান্য অনেক প্রদেশের শ'য়ে শ'য়ে বিপ্লবীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আন্দামানে সেলুলার জেলে আটক রেখেছিল। অনেককে বিচারের প্রহসন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিল। চট্টগ্রামে সূর্য সেন, তাঁর সহযোগী গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তীসহ অনেক বিপ্লবী ব্রিটিশ অস্ত্রাগার দখল করে যুব বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিলেন মহান নভেম্বর বিপ্লবের প্রেরণাতেই। আন্দামানে দীপান্তরে পাঠানো বিপ্লবীদের বেশিরভাগ অংশই পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৩০-১৯৪০ সালের মধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগেই কৃষকদের সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভা, ছাত্র সংগঠন সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন, শিল্পীদের সংগঠন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ গড়ে উঠেছিল। হিটলার, মুসোলিনি, ফ্রাঙ্কোদের ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে ভারতের প্রগতিশীল লেখকদের নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল ফ্যাসি বিরোধী প্রগতি লেখক সংঘ।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদী হয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরীহ, নিরস্ত্র, ভারতীয় নারী- পুরুষকে গণহত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের দেয়া ' নাইট' উপাধি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩০-র দশকে 'মজুরদের গড়া' সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করে অভিভূত হয়েছিলেন, যা তিনি তুলে ধরেছিলেন 'রাশিয়ার চিঠি'তে।

কমিউনিস্টদের চাপ এবং ভারতের শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী আন্দোলনের চাপের মুখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলতে বাধ্য হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপসকামিতা দেখিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে জনযুদ্ধে পরিণত করার ডাক দেয় এবং মজুরদের ধর্মঘট, কৃষকদের তেভাগা আন্দোলন, ছাত্রদের ধর্মঘট, নৌবাহিনীতে ধর্মঘট সংগঠিত করিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনকে অনেক উচ্চতায় নিয়ে যায়। আতঙ্কিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কমিউনিস্টদের ক্ষমতা দখল ঠেকাতে কংগ্রেস দল এবং মুসলিম লিগের নেতৃত্বের সাথে আপস রফা করে ধর্মের ভিত্তিতে তথা সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে দিয়ে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনের ইতি ঘটায়।

রাশিয়ার মহান নভেম্বর বিপ্লব সবচাইতে বেশি অবদান রেখেছে চিন বিপ্লবে। নভেম্বর বিপ্লবের অনুপ্রেরণাতেই ১৯২১ সালে চিনের কিছু বিপ্লবী চিনের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলেছিলেন। তখন চিন ছিল একদিকে জাপানি সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং চিনের সামন্ত সম্রাটদের শোষণে জর্জরিত। প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যে চিনের কমিউনিস্টরা প্রথমে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। পরবর্তী সময় সাংহাই, বেজিং, ক্যান্টন, চুঙকিঙসহ বিভিন্ন শহরে শ্রমিকদের মধ্যেও গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ে তুলতে শুরু করেন। জাপানি সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা এবং চিনে তাদের দালাল সরকার কমিউনিস্টদের উপরে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে জাপানি সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের তাঁবেদার সরকারের সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড সন্ত্রাসের মুখে মাও সে তুঙ, চৌ এন লাই, লিউ শাও চি'র নেতৃত্বে চিনের কমিউনিস্টরা আত্মরক্ষায় দীর্ঘ ঐতিহাসিক "লং মার্চ" সংগঠিত করেছিলেন। এই লং মার্চের সময়েতে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব কৃষকদের মধ্যে সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলেন। কমিউনিস্ট বিপ্লবী যোদ্ধাদের পালটা আক্রমণের মুখে জাপানি সাম্রাজ্যবাদ এবং চিনে তাদের তাঁবেদার সরকারের প্রধান চিয়াং কাই শেক চিন ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন এবং ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর চিনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গণসাধারণতন্ত্রী সরকার গঠিত হয়। বিশ্বের সবচাইতে জনবহুল দেশ চিন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করছে, সমস্ত নিপীড়িত জাতিসত্তাকে শোষণমুক্ত করেছে এবং বিশ্বের দ্বিতীয় প্রধান অর্থনীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দ্রুত প্রথম স্থান দখলের দিকে এগুচ্ছে।

মহান নভেম্বর বিপ্লবের অনুপ্রেরণাতেই ভিয়েতনামের বিপ্লবীরা প্রবাদপ্রতিম হো চি মিনের নেতৃত্বে জাপানি সাম্রাজ্যবাদ, ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ এবং দুর্ধর্ষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করে সমগ্র বিশ্বের শোষিত-নিপীড়িত মানুষকে চমকিত এবং উৎসাহিত করেছেন। ভিয়েতনাম অন্যতম সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ক্রমশ সামনের দিকে এগুচ্ছে।

মহান নভেম্বর বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় তুরস্কের জাতীয়তাবাদী নেতা কামাল আতাতুর্ক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন এবং সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজিত করে ১৯২৩ সালে তুরস্ককে স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। মুসলিম অধ্যুষিত দেশ তুরস্কে নারীদের সামন্ত প্রথা থেকে মুক্ত করেছিলেন কামাল আতাতুর্ক। তুরস্ককে একটি ধর্মনিরপেক্ষ এবং আধুনিক দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কামাল আতাতুর্ক। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তুরস্কে ইসলামি মৌলবাদী শক্তিগুলোকে ধর্মনিরপেক্ষতার রাষ্ট্রীয় আদর্শ থেকে সরিয়ে আনতে ব্যাপকভাবে মদত দিয়ে আসছে। তবে তুরস্কের কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিগুলো তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মরণপণ লড়াই চালাচ্ছেন।

মহান নভেম্বর বিপ্লবের অনুপ্রেরণাতেই জগলুল পাশার নেতৃত্বে মিশরের বিপ্লবীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজিত করে ১৯১৯ সালে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কোরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও ১৯১৯ সালে জাপানি সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজিত করে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। মহান নভেম্বর বিপ্লবের অনুপ্রেরণাতেই ১৯২০ সালে ইরাকের বিপ্লবীরা ব্যাপক বিদ্রোহ সংগঠিত করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আকাশ থেকে জঙ্গি বিমানের সাহায্যে ব্যাপক বোমা বর্ষণ করেও বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করতে পারেননি, বরং শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ইরাক ছেড়ে পালাতে হয়। মহান নভেম্বর বিপ্লবের অনুপ্রেরণাতেই ১৯২১ সালে মঙ্গোলিয়ায় সফল বিপ্লব সংগঠিত হয় এবং ১৯২৪ সালে মঙ্গোলিয়া বিশ্বে দ্বিতীয় সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহান নভেম্বর বিপ্লব প্রভাব ফেলেছিল আফগানিস্তানেও। আমান উল্লাহ খানের নেতৃত্বে আফগানিস্তানের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি ১৯১৯ সালের যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করেন এবং ব্রিটিশরা আফগানিস্তানের স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

১৯১৭ সালের মহান নভেম্বর বিপ্লবের পাঁচ দশকের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয় এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলো বিজয় অর্জন করে। বর্তমান শতাব্দিতে নেপালের জনগণ কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তির নেতৃত্বে রাজতন্ত্র উৎখাত করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন নভেম্বর বিপ্লবের অনুপ্রেরণায়।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ থেকে বিচ্যুতি এবং অনেক ভুল-ভ্রান্তির ফলে ৭৪ বছর পর সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটলেও

সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সমগ্র বিশ্বকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে মহান নভেম্বর বিপ্লবের বিরাট অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। আজ সমগ্র বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণ মহান নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন করছেন সাম্রাজ্যবাদ- পুঁজিবাদ-সামন্তবাদ খতম করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নূতন করে শপথ নিয়ে। শোষণ মুক্তির সংগ্রামে নভেম্বর বিপ্লব চিরদিন অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করে যাবে।